দেখিতেছ আহার বিহার সংসারাদিতে; এ জগতের তাবৎ কার্য্যেই কার্য্যের পরিমাণ অনুরূপ, সেইরূপ আশু সুখ নিহিত করা রহিয়াছে। তাহাও আবার এক প্রকারে নহে, নানা প্রকারে; তোমার সুকার্য্যে, সুখ্যাতি, মহৎকার্য্যে মহত্ব, পরোপকারে যশ, এ সকল আবার সাক্ষাৎসম্বন্ধে আশু সুখের উপর অতিরিক্ত ভোগ্য পদার্থ। ইহার পর আরও কি বলিবে, কর্ম্মাবন্ধ বৃথা খাটুনী? বাঞ্ছারাম, যদি সুখ ও তৃপ্তি প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার প্রাপ্তি কঠিন নহে, কিন্তু কঠিন মনের বাধা ঘুচাইয়া তাহার উপায় স্বরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, পুনশ্চ ইহাও বলি, সকল বাধা নিবসনের উপায় আবার একমাত্র কর্ম্মে প্রবৃত্তি। তুমি যাহাকে আয়েস আরাম বল, তাহা যথার্থ আয়েস আরাম নহে, উহা কোন এক বা তদধিক ভোগ্য বিষয়ের অতিরেক বা বীভৎস ভাবে গমন ও তদ্দ্বারা আত্মধ্বংসের পথ পরিষ্কারকরণ মাত্র।

তাহার পর, এ সকল কার্য্য এবং তাহার আশু সুখ ও আয়েস আরামের অতীতে, আরও কতকগুলি অতিমহৎ কর্ম্ম আছে, যাহার আনুষঙ্গিক অপর কোন আশু সুখ নাই; যাহা আছে তাহা কেবল একমাত্র চিত্তপ্রসাদ। এ কথা কেবল অতিমহৎ কর্ম্মসমূহের পক্ষে খাটে, সেরূপ কর্ম্মের সাধক যাহারা তাহারা ক্ষণজন্মা। ঈশ্বর যে এ সকল কর্ম্মের সঙ্গে অন্য কোন আশু সুখ নিহিত করেন নাই, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি জানেন যে, এ সকল মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যাহারা নিযুক্ত, তাহারা তেমন স্বল্পপ্রাণ ও ক্ষুদ্রমনা নহে যে তাহাদিগকে খাড়া রাখিবার জন্য, বালকবৎ আনুষঙ্গিক সুখামোদ ও তৃপ্তির প্রয়োজন হয়। এরূপ মহামনারাই সাধারণত জগদ্‌গুরুপদবাচ্য হইয়া থাকেন। মহচ্চিত্তগণ ফলের প্রত্যাশা রাখেন না।

এক্ষণে কর্ম্মসংসারের মধ্যে কোন্ কর্ম্মে তুমি পারগ, কোন্ কর্ম্ম তুমি করিবে, কোন কর্ম্ম তুমি করিবে না বা কোন কর্ম্ম তোমার করা উচিত, তাহার নির্ব্বাচন বা নিরূপণ পক্ষে আমি কি বলিব? দেশ কাল ও পাত্র এবং শিক্ষাশক্তি ও যোগ্যতা, এতদনুসারে যে কর্ম্মে তুমি পারগ, যাহা তুমি চেষ্টা করিলে হস্তায়ত্তে আনিতে পার, তাহাই প্রাণপণে

সাধিবে; অপর যাহা যাহা তাহার প্রতিকূলতা করে, তাহার পরিহার বা তাহাকে বিদূরিত করিবে; ইহাই তোমার কর্ত্তব্য। মনুষ্যশক্তি সর্ব্বদাই অসীম এবং অনন্তমূর্ত্তিবিশিষ্ট; তাহাকে আপাদমস্তক অনুজ্ঞা বা নিয়ম-গণ্ডি দ্বারা আবদ্ধ করিতে যাওয়া মহাভ্রমের কার্য্য। শক্তিপরিচালনের সূত্র প্রদর্শন ও পরিচালনের ধারা বাঁধিয়া দেওন; এবং তাহা হইতে যাহাতে চ্যুত না হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরিচালকের নিকট পরিচালিতেরও অধীনতা সেই পর্য্যন্ত। তদতিরিক্তে কি ধর্ম্ম কি আইন, যাহা দ্বারাই দৃঢ় বাঁধিতে যাইবে, তাহাতেই কেবল অনর্থের উৎপত্তি হইতে থাকিবে। মানব সর্ব্বত অধীন হইয়া সৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং তাহাকে সর্ব্বত অধীন করিতে গেলে, প্রতিঘাতে বিপরীত ক্রিয়ার উৎপাদন হইয়া থাকে। নিয়ম এবং স্বাধীনতা, এ দুয়ের সামঞ্জস্য হওয়া উচিত। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, যেখানে ধর্ম্ম বন্ধনের গোঁড়ামি অধিক, সেই খানেই অধিক অনর্থোৎপত্তি; যেখানে আইনের কঠোরতা অধিক, সেই খানেই অপরাধের সংখ্যা বেশি এবং অপরাধের আকারও গুরুতর; যেখানেই দপ্তর-নিয়মের চাপাচাপি, সেই খানেই গোঁজামিলান পাটোয়ারীপণার বাহুল্য। দেখ, ইংরাজী ছাদুনী বাঁধুনী আইনের ফল, দেশশুদ্ধ মিথ্যাপ্রাণ মামলাবাজী; ইংরাজী দপ্তর-নিয়মের ছাঁদুনী বাঁধুনীর ফল, কেবল রিপোর্টপ্রাণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট; ধর্ম্মবন্ধনের গোঁড়ামীর ফল, ভারতের আধুনিক অধঃপতন; আর ভারতীয় রাজশাসনের ফল, মহৎপ্রাণের দূরভাব! অতএব মনুষ্যশক্তিকে ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ করা সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। কেবল কর্ম্মোপযোগী করিয়া দিবার নিমিত্ত ছন্দোবন্ধের প্রয়োজন; কিন্তু কর্ম্মনির্ব্বাচন ও সাধনস্থলে, পূর্ণ স্বাধীনতার একান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিবে।

কিন্তু এই সুযোগে এখানে এই একটী কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটী কার্য্য আপাতত সুকার্য্য বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, সহসা তাহার মোহে মোহিত হইও না। যে কার্য্য কেবল তোমার সুখ বা শুভ উৎপাদন করে, কিন্তু সমাজ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা সুকার্য্যরূপে দৃষ্ট হইলেও সু নহে। দেখ, দাতৃত্ব সুবৃত্তি এবং দান করা সুকার্য্য;

কিন্তু যদি অপাত্রে দান কর, তবে আর তাহা সুকার্য্য রহিল না। হইতে পারে সেরূপ দান করায় তোমার মনে কিঞ্চিৎ সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু সমাজ তাহাতে সমূহরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ, সেরূপ দানে আলস্যের প্রতি উৎসাহ হওয়ায় অলসতার বৃদ্ধি হেতু যতগুলি লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, সমাজ এক দিকে ততগুলি লোকের শ্রম এবং শ্রমোৎপন্ন ফলে বঞ্চিত, অন্য দিকে ততগুলি লোকের ভারে ভারগ্রস্ত হয়। ঐরূপ ক্ষমা করা একটী সৎকার্য্য; কিন্তু অননুতপ্ত দুষ্টকে ক্ষমা করিলে, আগে সে সঙ্কুচিত থাকায় যেখানে একটা দুষ্টামী করিত, এখন সে অসঙ্কুচিত হওয়ায় একটার স্থানে পাঁচটা দুষ্টামী করিবে; অতএব দেখ ইহাতে সমাজের লোকসানের ভাগ কত অধিক। এইরূপ দৃষ্টি তাবৎ কার্য্যে রাখা উচিত। যে কার্য্য নিজ এবং সমাজ উভয়ের সুখ বা শুভোৎপাদক, তাহা উত্তম; যাহা কেবল নিজের সুখোৎপাদক কিন্তু যাহাতে সমাজের শুভ বা অশুভ কিছুই ঘটে না, তাহা মধ্যম; যাহাতে কেবল নিজের সুখ কিন্তু সমাজের যাহাতে অসুখ তাহা অধম,—এখানে নিজের সুখের প্রতি ত্যাগস্বীকার আবশ্যক; আর যে কার্য্যে নিজেরও অসুখ সমাজেরও অসুখ, তাহা অধমাধম। সমাজ যদিও উচ্ছৃঙ্খলতা ও মতিচ্ছন্নতা হেতু সকল সময়ে ঐ সকল কু ও সু কার্য্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারুক, তথাপি তুমি, তোমারি আত্মকর্ত্তব্যবোধ অনুসারে যাহা সুকার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত, তাহা করিয়া যাইবে; সমাজ এখন তাহা বুঝিতে না পারিলেও, যখন তাহার মতিচ্ছন্ন ভাব বিগত হইবে, তখন তাহা বুঝিতে পারিবে। সমাজের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্বন্ধে সহজ কথায় তোমাকে এই একটী সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি যে, পরিবারস্থ থাকিয়া পিতামাতার সুখাসুখের প্রতি দৃষ্টি রক্ষা পূর্ব্বক যেরূপ আত্মচালনা ও ত্যাগস্বীকারাদি করিয়া থাক, সমাজ সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ করিবে; সমাজও তোমার পিতৃমাতৃস্থলীয়, এবং ভারতসন্তানের পক্ষে শুধু আবার পিতৃমাতৃস্থলীয় নহে, বৃদ্ধ বায়ান্তরে প্রাপ্ত অবুঝ পিতৃমাতৃস্থলীয়; কিন্তু তা বলিয়া কি হইবে, পিতা যাহাই হউন তথাপি তিনি—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ"; আলে‌কজাণ্ডারের এক কৌটা মাতৃ-

অশ্রুতে আন্তিপেতরের শত শত পত্র বানের মুখে ভাসিয়া গিয়াছিল! বিশেষ সমাজের লোকসানে তোমার লোকসানও ত কম নহে; বরং অন্যবিধ লোকসানের অপেক্ষা অপার গুণে অধিক। ভারতসন্তান, আরও একটী কথা স্মরণ রাখিও, সত্ত্ব-রজ-তম এই ত্রিগুণসমাবেশে জগৎসৃষ্টি, এই ত্রিগুণসমাবেশে তোমার সৃষ্টি; অতএব তোমার কর্ম্মস্থলীতে এই তিন গুণেরই সার্থকতা হওয়া আবশ্যক, নতুবা তোমার কর্ম্মজীবন বিফল হইয়া যাইবে; কেবল সত্ত্বগুণের মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহাভিভূত হইও না।

এখানে আরও একটী কথার অবতারণা করা আবশ্যক। আমাদের সাধনাস্থলে আর কতকগুলি এমন বিঘ্ন আছে, যাহা আমাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র অনবধান বা বিবেচনার দোষে উপস্থিত হইয়া, প্রায় সমস্ত নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে। উহা, বলিতে গেলে, বস্তুত সাধনার জন্য অবলম্বিত উপায়ের মধ্যে কোন এক ত্রুটি বিশেষের ফল মাত্র। কি শারীরিক কি মানসিক, যন্ত্রগুলি যখন সামঞ্জস্য সংমিলনে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে, তখন তাহা স্বাস্থ্যের চিহ্ন; সুতরাং পরিণামফলও সুন্দর হইয়া থাকে; তদন্যতরে রোগ, পরিণামফলও তদ্রূপ হয়। কথিত বিঘ্নগুলি, সামঞ্জস্যচ্যুত চিত্তবৃত্তি বিশেষের অযথা অনুসরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অতি কল্পনা এবং অতি আশা এই দুইটী প্রধান অনিষ্টকারী। অতি কল্পনার মোহ অতি দুরন্ত; ইহার মূর্ত্তি আশু-মনোহারী সুতরাং সহসা আকৃষ্ট করিয়া থাকে। মানব ইহার মোহে পড়িয়া অকর্ম্মণ্য খেয়ালী হইয়া যায় এবং সেরূপ মানবের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' অভিনীত হয়। এমনও দুর্ভাগ্যবান কল্পনাপ্রিয় অনেক দেখা গিয়াছে, যে, যাহারা কেবল উপন্যাস পড়িয়া, উপন্যাস সংসারে বিচরণ করত, সত্য সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়; বিপুলা অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও, একটা সামান্য কল্পিত সৃষ্টির মোহে মোহিত হওত, একবারে অকর্ম্মণ্যতায় আসিয়া উপনীত হয়। অতি পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে! সত্য বটে কল্পনা সর্ব্ব মঙ্গলের নিদান ও প্রসূতি স্বরূপ কিন্তু তাহাও, জানিবে, কল্পনা যতক্ষণ লাগামসংযুক্ত; যতক্ষণ তাহা কর্ম্মভূমির সীমা

ত্যাগান্তে শূন্যপথে প্রধাবিত না হয় ; যতক্ষণ অপরাপর মানসিক বৃত্তি সহ সামঞ্জস্যচ্যুত হইয়া না যায়।

অতি আশার পরিণাম নিরাশা ; নিরাশার পরিণাম অকর্ম্মণ্যতা এবং জগতের প্রতি বিদ্বেষভাব। আশা অনন্ত হইলেও, দেশ কাল ও যোগ্যতা অনুসারে পরিমাণ করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহা নানা বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। ভারতসন্তান আশার পরিমাণ করিতে না জানিয়া, এক্ষণে নিরাশায় মগ্ন হইয়া আছে ; কোন দিকেই সম্ভবতা বা কোন দিকেই সফলতা দেখিতে পাইতেছে না। রাঙ্গারাম, ইহাই না এখন তুমি সর্ব্বদা ভাবিয়া থাক ;—যথায় কোটি কোটি মানব সমবেত, এবং যথায় জাতীয় কার্য্য কোটি কোটি মানবের সমবেতসাধ্য, তথায় আমি একা ক্ষুদ্র মানব যত্ন ও শ্রম করিলে কি গণনায় আইসে বা কি করিয়া তুলিতে পারি ? বাপু, আশার আয়তন দিগন্ত প্রসারিত করিয়াছিলে, এখন তাহার প্রত্যাবর্ত্তে জড়িত হইয়া, এ নিরাশামগ্ন হইতেছ কেন ?—কোটি মানবের ভার একা লইতে তোমাকে কেহ বলে নাই। সে ভার যাহারা লইতে পারে, তাহারা লউক ; কিন্তু তুমি আপন ভারে কতদূর ভারমুক্ত হইয়াছ বলিতে পার ?—তাহাত তোমার কাজ, সে ভার ত অন্যে লইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির আপন ভারে ভারযুক্ত জ্ঞান ও আপন ভারে যথাবিধি সাত্বিক ভাবে ভারমুক্ত হইতে পারিলেই যে যথেষ্ট হইল ; কাজ কি তোমার অন্যের খোঁজ লইয়া। তুমি আপন খোঁজ পূর্ণ ভাবে লইতে শিখ, আপন শক্তি যথা পরিমাণে যত দিকে তুমি চালাইতে সক্ষম তাহাতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তবে জাতীয় কার্য্য ? বিদ্যুৎবজ্রঘোষী ধারাবর্ষী মেঘ একেবারে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় না। এক একটী নগণিত বাষ্প সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন ভাবে, নানা দিগ্‌দিগন্তে নানাস্থানে নানা দেশে উত্থিত হইয়া, শেষে প্রবাহ বায়ুযোগে একত্রীকৃত, অনন্ত কোটি নিঃসম্বন্ধ বাষ্প সংযোজিত ও সম্বন্ধযুক্ত হইবায়, আজিকে মেঘমূর্ত্তিতে তোমার ঘর ও দেশ ভাসাইবার জন্য, আকাশমণ্ডলে সমাগত হইয়াছে। তোমারও কর্ম্মসকল যদিও এখন নিঃসম্বন্ধ, নির্জ্জন, নগণিত বাষ্পবৎ ; কিন্তু সর্ব্বদা তাহারা সেরূপ নিঃসম্বন্ধ থাকিবে না। নৈসর্গিক নিয়ম

সেরূপ নহে। জানিবে, সত্বরেই একজাতীয় প্রকৃতি হেতু, প্রতিব্যক্তির অভাব জাতীয় অভাবে পরিণত হওয়ায়, তদুৎপন্ন একতারূপী প্রবাহবায়ু উপস্থিত হইয়া,প্রতিব্যক্তিগত কর্ম্ম, যাহা এখন নগণিত বাষ্পবৎ, তাহাদের একত্রীকরণে, মহামেঘ মূর্ত্তি রচনা করিয়া কালে ধারা বর্ষণ করিতে থাকিবে; এবং যে পাহাড় পর্ব্বত এখন দুর্ভেদ্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কালে তাহাও সে তরঙ্গাভিঘাতে ভিন্ন এবং ভগ্ন হইয়া যাইবে।

এখন তোমার পক্ষে মোটের উপর কথা এই, তোমার কাজ তুমি করিয়া যাও; পরের কাজ পরে দেখিবে; তোমার স্বনির্দ্দিত শক্তির যথা-সম্ভব সদ্ব্যবহার হইলেই যথেষ্ট। বিশেষ তোমার পাপ পুণ্যের অপরে যখন কেহ ভাগী হইবে না; এবং স্রষ্টার নিকট প্রাপ্য যাহা, তাহা সমস্তই যখন তোমার নিজের; তখন অন্যের দিকে তাকান বা অন্যের দিকে তাকাইয়া নিরাশ হওয়ার আবশ্যক? তুমি আপন মনে আপনি কার্য্য করিয়া যাও; অপর কোন সৎকর্ম্মশীল তোমার নিকটস্থ হইলে, সমধর্ম্মী যৌগিকাকর্ষণের ফলে, দেখিবে, সে আপনা হইতে আসিয়া অতর্কিত ভাবে তোমাতে সম্মিলিত হইবে; ও তুমিও অতর্কিত ভাবে আশু হইয়া সম্মিলিত হইয়া যাইবে। অতএব নিরাশায় মাতিয়া সকল পণ্ড করিও না; অথবা অপরিমিত আশাতে মজিয়াও সকল বিনষ্ট করিও না। পুনশ্চ মহৎ কর্ম্মপক্ষে ইহা জানিবে যে, মহত্ত্ব সহসা পরিচিত হয় না, মহৎ কর্ম্মমাত্রে সহসা ফলযুক্ত হয় না। মহত্ত্ব পরিচিত হইতে, বা মহৎকার্য্য ফলযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে যে বর্ষ, বহুবর্ষ, শতাব্দী, বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়া যায়। কথায় বলে এ পৃথিবীতে শয়তানেরও প্রতাপ অর্দ্ধেক: যদিও মহত্ত্ব অবিনাশী, তথাপি তাহার প্রচার হইবা মাত্র, তাহাকে বিলোপ করিবার জন্য চারিদিক হইতে শয়তানী ফৌজ আসিয়া ঘিরিয়া বইসে। প্রথমে সাময়িক তাচ্ছিল্য, উপহাস বা অশ্রদ্ধা আসিয়া আক্রমণ করে। কালে তাহারা হটিলে, তখন ভক্তির ভেক ধরিয়া পেসাদারী টীকা, টিপ্‌নি, ব্যাখ্যা প্রভৃতি আসিয়া নানা আড়ম্বরে মহত্ত্বের অর্থ বিরূপ করিয়া তাহার অভিপ্রায় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়। তার পর তাহারাও যখন দূর হয়, তখন মহত্ত্বের অর্থ কিছু

কিছু হৃদয়ঙ্গম ও ফলপ্রসূ হইতে থাকে। দেখ, এই সকল পুনঃপুনঃ শত্রু দূর করিতেই কতদিন যায়; তাহার পর অন্য কথা। কিন্তু হইলইবা বাছারাম, ক্ষতি কি তাহাতে? কারণ, কর্ম্ম যাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে, সংসার তাঁহার অনন্ত; সুতরাং যোগ বিযোগ জন্ম চলিয়া যথাকালে ফলবান হইতে দেশ এবং কাল কিছুরই অকুলান পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত থাকিও, সৎকর্ম্ম যতটুকু হউক, একবার কৃত হইলে আর তাহার লোপ নাহি; তাহা আবশ্যক কালের জন্য অনন্ত গৃহে জমা হইতে থাকিবে; যথানিয়ম তথায় তাহা অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, অনন্ত ফলে ফলযুক্ত ও প্রতিপ্রসবে অনন্ত বিস্তারে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে চলিবে। তুমি অনন্ত ক্ষেত্রে সুবীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক; তাহার পর তাহা অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও ফলবিশিষ্ট হইতে দেখা যাঁহার কার্য্য তিনি দেখিবেন। তজ্জন্য অনুরোধ অননুরোধ উভয়ই সমান। অতএব, আবার বলি, আশু ফলের দেখা না পাইয়া নিরাশ-মগ্ন হইও না। তোমার অস্তিত্বের যে সার্থকতা তাহা প্রধানত কর্ম্মসংগ্রামে রতি বা বিরতির পরিমাণে।

অতঃপর ভারতসন্তান, আর কি সাধনার কথা বলিব? বলিবার অনেক ছিল: যদি দ্বৈপায়নের ন্যায় তত্ত্বদর্শী এবং গেটের ন্যায় বাক্যবিশারদ হইতাম, তাহা হইলে কতক বলিতে সক্ষম হইতে পারিতাম। কিন্তু আমি বিদ্যাশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, শব্দশাস্ত্রে জ্ঞানশূন্য, সর্ব্বশূন্য, আমার সে সামর্থ্য কোথায়? তবে সহজ কথায় সত্যবিশ্বাসে যাহা যাহা মনে আসিল তাহা তোমাকে বলিলাম; তুমিও সত্যমনে সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে শুনিও। এখন আবার একবার অনুরোধ করি, নিজ গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তোমার সাধনার আবশ্যক কতদূর। সিদ্ধি ভিতর হইতে আইসে, বাহির হইতে আইসে না,—'কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।'

যে পাষণ্ডতার স্রোতোবেগ দেশ আকুলিত করিতেছে, যাহার প্রভাবে সকলই খণ্ড খণ্ড, কেবল উঠিতেছে পড়িতেছে এবং গঠনের কোথাও চিহ্ন বা আশা মাত্র নাই; কতদিনে যে তাহার বেগ ফিরিবে তাহা কে বলিতে পারে! ভারতসন্তান, আর ঘুমে মত্ত হইও না, আর নাস্তিকতার মিছা

ঘোরে ঘুরিও না। নাস্তিকতা ভ্রম। ঈশ্বর এখনও সেই জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া রাজত্ব করিতেছেন; এখনও তিনি বিশ্বসহ তুমি আমি পিপীলিকা পরমাণুটীকে পর্য্যন্ত পরিচালিত করিতেছেন। কুতর্কে ভুলিও না। কখন কখন কুতর্কে ভুলিয়া যে প্রকৃতিতে সমস্ত আরোপ করিতেছ, যাহাকে তোমার সর্ব্বেসর্ব্বা শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মানিতেছ, তাহারই শিক্ষা অবলম্বন কর; সেই তোমাকে তোমারই কৃত কার্য্যের দ্বারা শিক্ষা দিবে যে, কর্ত্তা ব্যতীত, চিত্ত ব্যতীত, কর্ম্ম সম্ভবে না,—তোমারও তদুভয় ব্যতীত সম্ভব হয় নাই; এবং ইহাও শিখাইবে যে এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মই তোমার জীবনের একমাত্র পরিমাণ ও উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের কুজ্ঝটিকাতে অন্ধ হইয়া ভাবিও না যে, তাহার পশ্চাতে চিরশ্রুত সূর্য্য এখন অস্তিত্বশূন্য; সেই বিজ্ঞানই তোমাকে শিক্ষা দিবে যে, সূর্য্যতেজে কুজ্ঝটিকার উৎপত্তি, সূর্য্যতেজে তাহার স্থিতি, এবং সূর্য্যতেজেই তাহার কর্ম্মকারিত্ব। তোমার বিজ্ঞানও সেই বিশ্বনিয়ন্তৃ-প্রভব-শূন্য হইলে অকার্য্যকর হইয়া থাকে। মিথ্যা সামাজিকতা পরিত্যাগ কর, আত্মপ্রকৃতিতে প্রকৃতিবান হও, আত্মাবলম্বন কর। এক এক জন লইয়া পাঁচ জন; তবে কেন তুমি সেই পঞ্চকৃত মুখসে আত্মগোপন করিয়া আত্মপ্রকাশে লজ্জিত বোধ করিয়া থাক। যে প্রকৃতি পাঁচ জনে লইতে বলে তাহা লইও না, যাহা ঈশ্বর লইতে বলেন তাহাই অবলম্বন করিও। পাঁচ জন হইতে ঈশ্বর বড়। পাঁচ জনের সুখ্যাতি-অখ্যাতি-নির্ম্মিত পন্থাকে পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিও না; তোমার স্রষ্টানিয়োজিত কর্ত্তব্যবোধের উপর কর্ম্মমূল স্থাপিত করিয়া চলিও, এবং তাহাই পন্থা বলিয়া জানিও। এরূপ কর্ম্মমূল অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া, যে ভিত্তির উপর স্বয়ং কালসমুদ্র স্থাপিত, সেই ভিত্তির উপর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ মূলোৎপন্ন কর্ম্ম এবং তাহার যে সার্থকতা, তাহা কালের অপেক্ষা রাখে না।

যে কোন কার্য্য করিবে, চীৎকার করিও না; এত গরমে, এত দূর প্রসারণে, যে কোন পদার্থ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। নির্ব্বাক হইতে শিখ; শৈত্যে যৌগিকাকর্ষণের বৃদ্ধি হয়, দূরপ্রসারিত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পদার্থ রচনা করিয়া থাকে। নিত্য সংস্করণ, নিত্য সমাজ, নিত্য

বক্তৃতায় তুমি ব্যাপৃত, তাহাতে তোমার আদর ভিন্ন অবমাননা করি না; কিন্তু এই বলি যাহা করিতে হয়, বুঝিয়া করিও; তাহার কর্ত্তব্যভাব এবং আবশ্যকতা অবধারণ করিও। নতুবা অপরে শ্রান্ত হইয়া পিপাসায় তাড়নে জলপান করিয়া সুখলাভ করিল; আমিও তাহা দেখিয়া ঘটি ঘটি জলপান করিতে বসিলাম, কিন্তু শ্রান্তি যে তাহার জলপানে সুখের একমাত্র নিদানভূত কারণ তাহার প্রতি একবারও লক্ষ্য করিলাম না; সুতরাং আমার লব্ধফল উদর ফাটিয়া যাওয়া! আর এক কথা, যাহা করিবে তাহা ভারতীয় হইয়া কর, সাহেব হইয়া করিও না; তাহা হইলে প্রকৃতিনিয়োজিত কর্ম্মস্থলীর বাহিরে গিয়া পড়িবে। যে সকল লোক ভারতীয় ঘুচিয়া সাহেব হইতে চাহে; তাহাদের পরিধেয় সহস্রমুদ্রাক্রীত এবং আহারীয় লক্ষমুদ্রাক্রীত হইলেও, তুমি নিশ্চয় জানিবে, এই পৃথিবীতে মহত্বের মূল আহার বিহারের অন্তীতে যদি আর কিছু থাকে, তাহা হইলে তোমার ঐ ছিন্ন বস্ত্র এবং ছিন্ন আহারীয় সত্ত্বেও তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা অতুলনীয় মহৎ। তাহারা ভীরু, তুমি তাহাদিগের তুলনে বীরপুরুষস্থলীয়। তাহারা স্বজাতীয় গন্তব্য পথের দুঃখ ক্লেশে ভীত হইয়া, বিধর্ম্মী বিজাতীয় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু তুমি বীরভাবে সেই দুঃখ ক্লেশে দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া, স্বজাতীয় গন্তব্য পথে গতিশীল হইয়াছ। তাহারা উপহাসের স্থল, তুমি সকরুণ অশ্রু-আকর্ষণের স্থল। কুকুরের কণ্ঠে সোণার কণ্ঠী হইলেও, সে কখন দারিদ্র্যপতিত দুঃখকর্ষিত মানবের সঙ্গে সমতায় আসিতে পারে না। যে জাতীয়ত্ব হেতু স্পার্টান-জননী অকাতরে স্বীয় সন্তানকে সমক্ষে বলিপ্রদত্ত হইতে দেখিয়াছে; যে জাতীয়ত্ব হেতু অপূর্ব্ব তীর্থস্থলী থার্ম্মপিলি ক্ষেত্রের উৎপত্তি; যাহার প্রভাবে রামায়ণের রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যাহার প্রভাবে উইলেম টেল এবং ওয়ালেসের অদ্ভুত কীর্ত্তি; যাহার প্রভাবে অসভ্য বর্ব্বর মেক্‌সিকো ও পেরুভীয়গণও অকাতরে স্বীয় রক্তধারা বর্ষণ করিয়াছে; এবং যাহার প্রভাবে আধুনিক ভারতীয় ভিন্ন আর যে কোন জাতি অকাতরে রক্তদান করিয়াছে ও করিতে প্রস্তুত; সেই জাতীয়ত্ব যে যে জন যৎসামান্য আপাতত সুবিধার খাতিরে স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিতে

কুণ্ঠিত না হয়, মাতৃভাষা পর্য্যন্ত যাহাদিগের নিকট "অড়" বলিয়া ত্যাজ্য হয়, এই জাগতিক কর্ম্মক্ষেত্রে সে সকল লোকের মূল্যই বা কি, তাহাদের পদার্থই বা কোথায়? তাহারা প্রকৃতির গর্ভস্রাব!

সেই সকল অঘোর স্বপ্নে উন্মত্ত হইও না; আশু চাকচিক্য দৃষ্টে ভুলিও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আত্মজীবনের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস কর, তোমার কর্ম্মক্ষমতায় বিশ্বাস কর, এবং কি জন্য তাহা তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে প্রবুদ্ধ হও। ঈশ্বর-প্রীতিকর তোমার কর্ত্তব্য কি তাহার অবধারণ কর;—সুকার্য্য মাত্রই ঈশ্বর-নিয়োজিত। দেখ তোমার সুশিক্ষিত আত্মবুদ্ধিতে এ সংসারে কোন্ কোন্ কার্য্য সৎ এবং মঙ্গলদায়ক, এবং কোন্ কোন্ কার্য্য অসৎ এবং অমঙ্গলদায়ক। যাহা সৎ তাহা বাছিয়া লও। তাহার মধ্যে আবার দেখ, কোন্ কোন্ গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত এবং তোমার মতি গতি ও রুচির পরিপোষক। যে গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বুঝিবে, এবং যাহাতে তোমার রুচি হইবে, সেই গুলিই তোমার কর্ত্তব্য মধ্যে গণিবে। বহুকার্য্য, অথবা একটীমাত্র কার্য্য, আমূলত হয়ত একই সময়ে, একই উপায়ে, একই প্রকরণে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাল, তাহাই হউক। এখন দেখ যে গুলি তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত, তাহার মধ্যে কোন্‌টী বা কোন্‌টীর কোন অংশ, তোমার বর্ত্তমান শক্তি, সময় ও উপায়ে সুসাধ্য হইতে পারে। এরূপ বিচারণায় যে অংশ তোমার আপাতত সুসাধ্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহাই প্রাণপণে অনুসরণ করিয়া সম্পাদন করিতে যত্নবান হও। দেখিতে পাইবে, উহা সুসম্পাদিত হইতে না হইতে তোমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা যাহা এবং তাহার উপায় আদিও যাহা, তাহারা আপনা হইতে তোমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রাণপণে যত্ন করিও, হেলা করিও না; যেহেতু কে কত খানি কার্য্য করিল তাহা লইয়া পরিমাণ নহে, পরিমাণ কে কতখানি আত্মশক্তির প্রয়োগ করিল। এরূপে কর্ম্মনিরত হও; সমাজও, আজি হউক কালি হউক, যখন বুঝিতে পারিবে, যখন তোমারই অনুরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম করিতে শিখিবে, তখন আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। তখন দেখিবে, সমাজকে তুমি তাড়াইয়া দিলেও, সে

যাইবে না ; তোমার সম্মান করিবে ; কেবল সম্মান করিবে না, পূজা পর্য্যন্তও করিবে ;—এইরূপ স্থানেই সামাজিক নিয়োজন এবং কৃত নিয়োজন একতায় আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে, এবং এইখানেই, একতার তার আসিয়া সমাজের মধ্যে আমূলত পরিচালিত হয়। অতএব আবার বলি, এরূপে কার্য্যনিরত হও, তোমার উন্নতি হইবে, তোমার জাতীয় উন্নতি হইবে, এবং জগতেরও উন্নতি হইবে। তখনই, আর পাঁচ কার্য্যের মধ্যে, ইহাও বুঝিতে পারিবে যে এই গ্রীকদিগের ভগ্নাবশেষ ও উত্তর ফল হইতে কোন্ কোন্ বস্তু গ্রহণ করিবে, কোন্ কোন্ বস্তু করিবে না ; এবং আত্মজাতীয় কোন্ অকার্য্যকর বস্তু ফেলিবে, এবং কোন্ বস্তু ফেলিবে না ; এবং তখনই কেবল, বিবিধ উপকরণ বিধর্ম্মী হইলেও কেমন করিয়া তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে হয় তাহা জানিতে এবং তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব সৃষ্টিরচনে সমর্থ হইতে পারিবে। উক্ত জাতীয় ভগ্নাবশেষাদি হইতে কি গ্রহণ করিবে, কি গ্রহণ করিবে না, আমি তাহা নির্ব্বাচন করিলে যদি হইত, আমি তাহা করিতাম। কিন্তু প্রত্যেক প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রত্যেক রুচিশক্তি ইত্যাদিও বিভিন্ন, সুতরাং প্রত্যেক নির্ব্বাচনও বিভিন্ন হওয়া কর্ত্তব্য ; বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়া এই বিশ্ব, বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়াই পূর্ণতা, এখানেও সেই বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি সংযুক্ত হইয়া পূর্ণতা সাধন করুক। আমার নির্ব্বাচনের এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্তি যে আর বাতুলের স্বপ্ন দেখিও না ; ইহাতে কোন কার্য্যই হইবে না ; কেবল বাতুলতা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। প্রস্তুত হইলে এবং অধিকারী হইলে, স্বকার্য্য আপনা হইতে হাতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভারতসন্তান, তবে আর স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না। এই কর্ম্মক্ষেত্রে বহুকাল নিদ্রিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছ ; আর কত কাল নিদ্রিত থাকিবে ; কত বিশ্রাম করিবে ? উঠ, উঠ ; সুষুপ্তিরও সীমা আছে, সুষুপ্তি ত্যাগে জাগরিত হও, চক্ষু উন্মীলিত কর ; একবার দেখ দেখি ; তাকাইয়া দেখ, মাতৃভূমির কি দুরবস্থাই না করিয়াছ ; সুষুপ্তি তোমার কি সর্ব্বনাশই না সাধিয়াছে ; সেই সোণার মাতৃভূমি ছারখার,

তুমি নিজে ছারখার, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে তোমার সেই জীবনান্তে অবলম্বনস্থল পিতৃস্থানও কিরূপ ছারখার হইয়া আসিয়াছে। এখনও জাগরিত হও; ভারতসন্তান, এখনও জাগরিত হও, হইয়া এখনও সময় থাকিতে স্বকার্য্য বুঝিয়া লও। সাত্ত্বিকপ্রকৃতিযুক্ত, স্বাত্মাবলম্বী কর্ম্মবান হইতে শিখ, ইহ পরলোক উভয়েতেই আবার তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। জয় জগদীশ হরে।

ইতি উপসংহার